বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৪ ফাল্গুন ।।১৪৩২।। সোমবার ৯ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৭৮ সংখ্যা ।।৫ পাতা

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা
সান্ধ্য সংস্করণ
২৪ ফাল্গুন ।।১৪৩২।। সোমবার ৯ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৭৮ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

ধরনামঞ্চের কাছে লিফলেট বিলি করছে বিজেপি! বিস্ফোরক অভিযোগ মমতার, দ্রুত এফআইআরের নির্দেশ

যুদ্ধের ধাক্কা! এক ডলারের দাম ৯২.৩০ টাকা, ভারতীয় মুদ্রার পতনে সর্বকালীন নজির

ট্রাম্পের নিশানায় এবার কিম! উত্তর কোরিয়ার গা ঘেঁষে বিরাট যুদ্ধ মহড়ায় মার্কিন সেনা

খামেনেইয়ের কুর্সিতে পুত্র মোজতবা

ট্রাম্পের রক্তচক্ষু উড়িয়ে সিলমোহর ইরানের

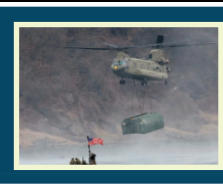

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর পুত্র মোজতবা খামেনেইয়ের নাম ঘোষণা করল ইরান। সোমবার তেহরানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৮৮ সদস্যের বিশেষজ্ঞ সভা বা 'অ্যাসেম্বলি অফ এক্সপার্ট্স' সর্বসম্মতিক্রমে মোজতবাকেই সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে বেছে নিয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর থেকেই এই পদের উত্তরাধিকার নিয়ে টানাপড়েন চলছিল। অবশেষে মোজতবার হাতেই গেল ইরানের শাসনের চাবিকাঠি। দেশটির সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে এখন থেকে তাঁর সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত ।ক্ষমতা হস্তান্তরের এই আবহে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের আগুন আরও তীব্র হয়েছে। একদিকে মোজতবা দায়িত্ব নিচ্ছেন, অন্যদিকে বাহরিনের 'বাপকো' তৈল শোধনাগারে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। সোমবার সকাল থেকে সিত্রা এলাকা ও শোধনাগার চত্বর কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। একই সঙ্গে ইরাকের মার্কিন ঘাঁটিতেও হামলা চালিয়েছে ইরানপন্থীরা। পাল্টা হামলা থামায়নি ইজরায়েলও। আইডিএফ জানিয়েছে, মধ্য ইরানের সামরিক পরিকাঠামো লক্ষ্য করে নতুন করে গোলাবর্ষণ শুরু করেছে তারা। লেবাননের বেইরুটেও হিজবুল্লা ঘাঁটি লক্ষ্য করে চলছে মুহুর্মুহু বোমাবর্ষণ ।মোজতবাকে উত্তরসূরি ঘোষণা করার আগে থেকেই হুমকি দিয়ে আসছিল ইজরায়েল। রবিবারই ইজরায়েলি সেনাবাহিনী হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, 'খামেনেইয়ের কুর্সিতে যিনি বসবেন, তিনিই হবেন পরবর্তী নিশানা।' এমনকি এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরও হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই মোজতবাকে বেছে নিল ইরান। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেন, 'এই নির্বাচন ইরানের জাতীয় ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করবে।' তিনি সাফ জানিয়ে দেন, আমেরিকার শর্তে আত্মসমর্পণের কোনও প্রশ্নই নেই ।এর আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনে ওয়াশিংটনের মত নেওয়া প্রয়োজন। তবে তেহরান সেই দাবিকে বিন্দুমাত্র আমল দেয়নি।

খামেনেই পুত্র মোজতবা । ফাইল ফটো ।

ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি পুরোপুরি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তেলের দাম কমার সম্ভাবনা নেই। তাঁর মতে, শান্তির জন্য বিশ্বকে এই 'সামান্য মূল্য' দিতেই হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জে ইরানের দূতের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মার্কিন-ইজরায়েলি হামলায় ইরানে এ পর্যন্ত ১৩৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর রেভলিউশনারি গার্ড বাহিনী স্বতন্ত্রভাবে কাজ করলেও, এখন তারা মোজতবার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছে। পশ্চিম এশিয়ার এই রণক্ষেত্রে ইরানের নতুন নেতার উত্থান পরিস্থিতিকে কোন দিকে নিয়ে যায়, এখন সেটাই দেখার।

মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ঘিরে বিক্ষোভ

কালো পতাকা ও গো ব্যাক স্লোগান

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রবিবারের পর সোমবার। বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এদিন সকালে কালীঘাট কালী মন্দির-এ পুজো দিতে গেলে তাঁকে কালো পতাকা দেখিয়ে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। মন্দির চত্বরে মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পুলিশ। কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই মন্দিরে পুজো দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ।সূত্রের খবর, মন্দিরে প্রবেশের সময় থেকেই বিক্ষোভকারীরা কালো পতাকা দেখাতে শুরু করেন এবং 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকেন। পুজো সেরে বেরনোর সময়ও একইভাবে স্লোগান চলতে থাকে। যদিও এই প্রসঙ্গে কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য না করে জ্ঞানেশ কুমার শুধু বলেন, মা কালী সবার ভালো করুন, ভাল রাখুন। পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনায় বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি ।এসআইআর সংক্রান্ত রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহেই রবিবার রাতে কলকাতায় পৌঁছন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। বিমানবন্দরে নামার পর থেকেই বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় জ্ঞানেশ কুমার-কে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ তাঁকে ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান ওঠে। পরে কৈখালি ও ভিআইপি রোড-সহ বিভিন্ন জায়গায় তাঁর গাড়ির সামনে কালো পতাকা দেখানো হয় বলে জানা যায়। এমনকি রাজারহাট-এ যে হোটেলে তিনি উঠেছেন, সেখানেও বিক্ষোভ দেখানো হয় ।এরই মধ্যে সোমবার

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ব্যস্ত কর্মসূচি রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ সকাল ১০টা নাগাদ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের সঙ্গেও বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে ফিরহাদ হাকিম ,চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-এর ।এছাড়াও রাজ্যের মুখ্যসচিব, ডিজিপি, সিইও এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। পাশাপাশি জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনারদের সঙ্গেও আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। মূলত আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক সমন্বয় নিয়েই এই বৈঠকগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

কমিশনের বৈঠকে এক দফায়

নির্বাচনের দাবিতে সরব বিরোধীরা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দামামা বেঁচে গিয়েছে বঙ্গ ভোটের। অপেক্ষা এখন শুধু নির্ঘণ্ট ঘোষণার ।বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে এসে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক শুরু করল নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সেই বৈঠকেই বাংলায় এক দফায় নির্বাচন করার দাবি তুলল বিরোধী শিবির। একইসঙ্গে ভোটার তালিকা, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং ভোটের স্বচ্ছতা নিয়ে একাধিক দাবি তুলে ধরেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ।সোমবার সকালে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে কমিশনের ফুল বেঞ্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি, ভোটার তালিকা সংশোধন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ভোটগ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয় ।বৈঠকের শুরুতেই বিজেপির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। বিজেপির প্রতিনিধি দলে ছিলেন তাপস রায়, শিশির বাজোরিয়া এবং জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘ সময় ধরে চলা বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখে ।মুখি হয়ে বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া রাজ্য

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তাদের আস্থা নেই ।বিজেপির দাবি, প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে যাতে ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চের বিষয়েও কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছালেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের কার্যত সক্রিয় ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। সেই বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে নজরে রাখতে বলা হয়েছে ।শুধু নিরাপত্তাই নয়, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বাড়াতেও একাধিক প্রস্তাব দিয়েছে বিজেপি। দলের দাবি, প্রতিটি বুথে ওয়েব ক্যামেরা বা নজরদারির ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে ভোটগ্রহণের পুরো প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে রাখা যায়। পাশাপাশি নির্বাচন খুব বেশি দফায় না করার আবেদনও জানানো হয়েছে কমিশনের কাছে। বিজেপির মতে, পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে বহু দফায় ভোটগ্রহণের বদলে সর্বাধিক এক বা দুই দফায় নির্বাচন সম্পন্ন করা উচিত ।অন্যদিকে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকেও একদফায় ভোটের দাবিই জানানো হয়েছে। বাম প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন মহম্মদ সেলিম। কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি জানান, বাংলায় এক দফায় ভোট করানোই সবচেয়ে উপযুক্ত বলে তাদের মত। তবে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ দু'দফায় নির্বাচন হলেও তাদের আপত্তি নেই বলেও কমিশনকে জানানো হয়েছে।

একইসঙ্গে ভোটার তালিকা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বামফ্রন্ট। মহম্মদ সেলিম জানান, প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। দ্রুত সেই বিষয়টির নিষ্পত্তি করে পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশ করার দাবি জানানো হয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/9/2026 1:55 PM Page 3

পুরনো' ছন্দে উত্তর সিকিম !

পর্যটকদের জন্য খুলল লাচেন ও গুরুদংমার দরজা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ উত্তর সিকিমের পর্যটকদের জন্য সুখবর। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে উন্মুক্ত হলো লাচেন যাওয়ার পথ। ২০২৫ সালের জুনের ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর থেকে এই রাস্তাটি বন্ধ ছিল। বর্তমানে সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক হওয়ায় পর্যটকদের জন্য পুনরায় 'পারমিট' বা অনুমতিপত্র দেওয়া শুরু হয়েছে।২০২৫ সালের জুন মাসে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং ধস নামার ফলে উত্তর সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকা কার্যত তছনছ হয়ে গিয়েছিল। একাধিক রাস্তা ও সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এই পাহাড়ি জনপদটি মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।লাচেন মূলত গুরুদংমার লেকের প্রবেশদ্বার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৭, ০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই হ্রদটি ভারতের অন্যতম এবং পর্যটকদের কাছে প্রধান আকর্ষণ। রাস্তা খোলায় এখন থেকে পর্যটকরা অনায়াসেই সেখানে পাড়ি দিতে পারবেন।উত্তর সিকিমের জেলাশাসক অনন্ত জৈন জানিয়েছেন, চুংথাং থেকে লাচেন পর্যন্ত রাস্তায় একটি সেতুর নির্মাণকাজ বাকি থাকায় এতদিন যান চলাচল বন্ধ ছিল। সম্প্রতি ওই এলাকায় একটি ৪০০ ফুট দীর্ঘ নতুন সেতুর উদ্বোধন করা হয়েছে। এর পরেই এই রুটে গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়।তবে নিরাপত্তার খাতিরে সেতুর ওপর দিয়ে গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কড়া নির্দেশিকা জারি করেছেন জেলাশাসক। তিনি বলেন, তসেতুগুলি সিঙ্গেল লেন, তাই নিরাপত্তার স্বার্থে ও কারিগরি কারণে এক সময়ে একটির বেশি গাড়ি সেতুতে উঠতে পারবে না। দুই দিক থেকে গাড়ি উঠলে বড়সড় বিপদের ঝুঁকি থেকে যায়।পাশাপাশি, চালকদের নির্দিষ্ট ভার বহন ক্ষমতা মেনে চলা এবং একটি গাড়ি সেতু পার হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান বজায় রেখে অন্য গাড়িটি চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।প্রশাসন সূত্রে খবর, পর্যটন দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট চেকপোস্টগুলোকে এই নতুন নির্দেশিকা সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। বর্তমানে ৯০ শতাংশ পারমিট 'থার্ড মাইল' অফিস থেকে অনলাইনের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। ফলে পর্যটকদের সুবিধার্থে সেখান থেকেও অনুমতিপত্র প্রদান শুরু হয়েছে।জেলাশাসক আরও স্পষ্ট করেছেন যে, বর্তমানে পর্যটকদের যাতায়াতের ওপর কোনও বিধিনিষেধ নেই। চুংথাং থেকে লাচেন এবং লাচুং যাওয়ার রাস্তা এখন যথেষ্ট ভালো অবস্থায় রয়েছে, তাই নিয়ম মেনে পারমিট নিয়ে যে কেউ ভ্রমণ করতে পারেন।

স্তন ক্যানসারে আক্রান্তের

সংখ্যা বাড়ছে বিশ্বব্যাপী

নয়া জামানা ডেক্স ঃ স্তন ক্যানসারের আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে বিশ্বব্যাপী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ২০২২ সালে প্রায় ২.৩ মিলিয়ন মহিলার স্তন ক্যানসার ধরা পড়ে। ল্যানসেট অঙ্কোলজির প্রতিবেদন অনুসারে স্তন ক্যানসারের ঘটনা ২০৫০ সালের মধ্যে ৩৫ মিলিয়নেরও বেশি হতে পারে। ইন্ডিয়ান ক্যান্সার সোসাইটির তথ্যানুসারে প্রতি ২৮ জন মহিলার মধ্যে ১ জনের স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে ভারতে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত ছাড়া, আরও বেশ কয়েকটি দেশে স্তন ক্যানসারে মৃত্যুর হার তীব্র বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের মধ্যে লাওসে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি (২১৪ শতাংশ)। এর পরে রয়েছে বাংলাদেশ (৯১ শতাংশ), ভিয়েতনাম (৮০ শতাংশ), ইন্দোনেশিয়া (৭৮ শতাংশ), জাপান (৫২ শতাংশ), ফিলিপাইন (৪১শতাংশ) এবং চীন (৩৭ শতাংশ)। ২০২৩ সালে ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সী মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা অনেক বেশি। বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রেই আক্রান্তের হার বেশি । রজোনিবৃত্তির আগে এবং পরে স্তন ক্যানসার হওয়ার একাধিক কারণ থাকে । ঝুঁকির কারণগুলির মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত রেড মিট খাওয়া, রক্তে শর্করার মাত্রাবৃদ্ধি, ধূমপান বা তামাক সেবন, অতিরিক্ত মদ্যপান ইত্যাদি। তবে জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন করলেই স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি কিছুটা কমতে পারে। এর মধ্যে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ আর ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সবথেকে প্রয়োজন।

রমরমিয়ে যৌনতা

বাড়ছে ইরানে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ইরানে কঠোর ইসলামী আইন অনুযায়ী যৌন আচরণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বাস্তবে দেশটিতে এক বিস্তৃত গোপন যৌন ব্যবসা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছে, যার বড় অংশ পরিচালিত হচ্ছে 'ম্যাসাজ সার্ভিস'-এর আড়ালে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিশেষত ইনস্টাগ্রাম ও টেলিগ্রামে এই ধরনের পরিষেবার বিজ্ঞাপন ক্রমশ বাড়ছে। একদিকে যেখানে হিজাব আইন ভঙ্গের অভিযোগে ,মহিলাদের গ্রেপ্তার বা হিংসার মুখে পড়তে হয়, অন্যদিকে একই সমাজে গোপনে যৌন ব্যবসার প্রসার ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ঘোষিত নৈতিকতার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির একটি গভীর দ্বন্দ্বকে সামনে আনছে।সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বহু ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট নিজেদের ম্যাসাজ থেরাপি পরিষেবা হিসেবে প্রচার করলেও, বাস্তবে তার আড়ালে যৌন ব্যবসার নেটওয়ার্ক সক্রিয় থাকতে পারে। একটি পেজের পরিচালনাকারী মহিলা দাবি করেছেন যে তিনি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিওলজিতে ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং মালয়েশিয়া থেকে আন্তর্জাতিক ম্যাসাজ থেরাপি ডিগ্রি পেয়েছেন। তার প্রোফাইলে লেখা রয়েছে যে তিনি তেহরানে মহিলা ও পুরুষ উভয়ের জন্য ম্যাসাজ পরিষেবা দেন। এসব পেজে বাড়িতে গিয়ে পরিষেবা দেওয়া, ফুট ম্যাসাজ, হট স্টোন ম্যাসাজ এবং থাই ম্যাসাজের মতো বিভিন্ন পরিষেবার কথা উল্লেখ থাকে। ছবিতে বা ভিডিওতে তরুণীদের ম্যাসাজ দিতে দেখা যায় এবং সম্ভাব্য গ্রাহকদের নিজেদের পছন্দমতো থেরাপিস্ট বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

কিন্তু এই পেজগুলোর সঙ্গে যুক্ত টেলিগ্রাম চ্যানেলে গেলে পরিষেবার তালিকা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে ম্যাসাজের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের যৌন পরিষেবার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। মূল্য তালিকায় দেখা যায় ৯০ মিনিটের ম্যাসাজের জন্য প্রায় ২১ মিলিয়ন রিয়াল, ম্যাসাজসহ যৌন পরিষেবার জন্য প্রায় ৪৭ মিলিয়ন রিয়াল, সারারাতের জন্য প্রায় ৬২ মিলিয়ন রিয়াল এবং ২৪ ঘণ্টার জন্য প্রায় ১৩০ মিলিয়ন রিয়াল নেওয়া হয়। পরিষেবা বুক করার ক্ষেত্রে সাধারণত অগ্রিম অর্থ দিতে বলা হয় এবং অনেক সময় সেই অর্থ অন্য কারও নামে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে বলা হয়, যা পুরো ব্যবস্থাটিকে আরও সন্দেহজনক করে তোলে।ইরানে পতিতাবৃত্তি সম্পূর্ণ বেআইনি এবং ধরা পড়লে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। অবিবাহিত নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক, ব্যভিচার বা সমকামিতার জন্য কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত এমনকি কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিধানও রয়েছে। তবুও পর্যবেক্ষকদের মতে বাস্তবে এই ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি।

দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, শিক্ষার অভাব এবং সামাজিক অনিশ্চয়তা অনেক তরুণীকে চরম আর্থিক চাপে ফেলেছে। ফলে কেউ কেউ বাধ্য হয়ে বা শোষণের শিকার হয়ে এই ধরনের কাজে জড়িয়ে পড়ছেন বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।এই ধরনের অনেক পেজে তরুণীদের আলাদা প্রোফাইল তৈরি করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। একজন ২৪ বছর বয়সী মহিলা তার বিজ্ঞাপনে স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট ও কোভিড টিকাকরণের প্রমাণ দেখিয়ে সম্ভাব্য গ্রাহকদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রায় ২২৫ ডলার পারিশ্রমিকে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছেন। অন্য এক মহিলা নিজের শারীরিক গঠন প্রদর্শন করে তোলা ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেছেন সম্ভাব্য গ্রাহকদের আকর্ষণ করার জন্য। আবার কিছু প্রোফাইলে আন্তর্জাতিক ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।অনেক পর্যবেক্ষকের মতে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এক ধরনের অসঙ্গতি রয়েছে। মাঝে মাঝে বড় ধরনের অভিযান চালানো হলেও অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের নেটওয়ার্ক দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় থাকে। দুর্নীতি ও ঘুষের অভিযোগও প্রায়ই ওঠে। ফলে একদিকে রাষ্ট্র নৈতিকতার কঠোর নিয়ম প্রয়োগের দাবি করলেও অন্যদিকে সমাজের ভেতরে একটি গোপন অর্থনীতি গড়ে উঠছে, যা প্রকাশ্যে আলোচনার বাইরে রয়ে যায়।বিশেষজ্ঞদের মতে, কেবল কঠোর আইন প্রয়োগ করেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও সামাজিক বৈষম্যের মতো মূল কারণগুলো মোকাবিলা না করলে এই ধরনের গোপন ব্যবসা পুরোপুরি নির্মূল করা কঠিন। একই সঙ্গে নারীদের জন্য কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বাড়ানো এবং সামাজিক সচেতনতা তৈরির উদ্যোগও জরুরি বলে তারা মনে করেন। ইরানের বর্তমান বাস্তবতা অনেকের মতে দেখিয়ে দিচ্ছে যে কঠোর নৈতিক বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের চাপ মানুষের জীবনকে ভিন্ন বাস্তবতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/9/2026 1:55 PM Page 4

বসন্তের শেষে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সকাল থেকেই মুখ ভার কলকাতার আকাশ। এখনও পর্যন্ত দেখা মেলেনি রোদের(প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত) । আকাশ জুড়ে কালো মেঘের আনাগোনা। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে শহরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর সঙ্গে বইতে পারে দমকা ঝোড়ো হাওয়াও। শুধু কলকাতাই নয়, রাজ্যের একাধিক জেলাতেও ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় ভ্যাপসা গরমে অস্বস্তি বজায় থাকবে। আগামী বুধবার পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় একই ধরনের আবহাওয়া থাকতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন ওড়িশা উপকূলবর্তী অঞ্চলে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প রাজ্যের দিকে প্রবেশ করছে। এর জেরেই আকাশে মেঘের আনাগোনা বাড়ছে এবং ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তাপমাত্রার ওঠানামার কারণে সকালের দিকে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে কুয়াশার সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘের ঘনত্ব বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস।হাওয়া অফিস জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কোথাও কোথাও হাওয়ার গতিবেগ ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। বিশেষ করে বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম

বর্ধমান, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ঝড়বৃষ্টির প্রভাব বেশি থাকতে পারে। কয়েকটি এলাকায় কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে।এদিকে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে আসা ঝঞ্ঝার প্রভাবে সেখানে মেঘলা আকাশের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।তাপমাত্রা আপাতত স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকলেও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তি বাড়ছে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ৬১ থেকে ৯৬ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

আগুনে জ্বলছে খড়িয়াবন্দর জঙ্গল, নিয়ন্ত্রণে স্থানীয়দের আপ্রাণ চেষ্টা

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ খ

ড়িয়াবন্দর জঙ্গলে সোমবার খরা মরসুমের মধ্যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় আধা ঘণ্টা আগে আগুন লাগার খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে আসেন চালসা নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির সম্পাদক সুমন চৌধুরী। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করেন। সুমন চৌধুরী জানান, খরা মরসুম এলেই এই জঙ্গলে প্রায় প্রতি বছরই আগুন লাগে এবং অনেক সময় তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এবারের ঘটনাতেও আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং পরে খবর পেয়ে তিনিও ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, জঙ্গলে আগুন নেভাতে প্রচুর শ্রম ও জনবলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বন দপ্তরের কর্মীর সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় এই কাজ কয়েকজন মানুষ নিয়ে করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই দমকল বিভাগকে খবর দেওয়া হয়েছে, তবে তারা কখন ঘটনাস্থলে পৌঁছাবে তা এখনও জানা যায়নি। স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় আগুন আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও এখনও পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়নি বলে জানান তিনি। দাবানল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে গাছের ওপরের অংশ দিয়েও আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। এদিকে সুমন চৌধুরী অভিযোগ করেন, জঙ্গলের পাশে একটি ডাম্পিং গ্রাউন্ড থাকায় সেখানে নানা ধরনের আবর্জনা ফেলা হয়। এই বিষয়টি নিয়ে আগেও একাধিকবার প্রতিবাদ জানানো হলেও স্থায়ী কোনো সমাধান হয়নি। তাঁর মতে, এই ধরনের পরিবেশগত সমস্যাও জঙ্গলে আগুন লাগার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তিনি সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, কেউ যদি জঙ্গলে আগুন দেখতে পান তাহলে দ্রুত স্থানীয়দের খবর দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে এগিয়ে আসতে হবে এবং জঙ্গলের ভেতরে কোনো ধরনের আবর্জনা বা দাহ্য পদার্থ ফেলে না যাওয়ার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। স্থানীয়দের মতে, দ্রুত দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছালে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। বর্তমানে এলাকাবাসী ও স্বেচ্ছাসেবকেরা মিলে আগুন নেভানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

তালিকা থেকে নাম বাদ ও পাট্টার দাবিতে বিক্ষোভ সিপিএমের

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়িঃ ভোটার তালিকা থেকে আদিবাসী চা শ্রমিকদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ির করলাভ্যালি চা বাগানে বিক্ষোভ ও গেট মিটিং করল সিপিএম। একইসঙ্গে চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, বাগানের জমির পাট্টা প্রদানসহ একাধিক দাবি তুলে ধরা হয় এদিনের সভায়। সোমবার সকালে করলাভ্যালি চা বাগানের গেটে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এবং এলাকার বহু চা শ্রমিক। শ্রমিকদের দাবি, এসআইআর-এর নামে ভোটার তালিকা থেকে বহু আদিবাসী চা শ্রমিকের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বহু শ্রমিক তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এই ঘটনার প্রতিবাদেই এদিনের বিক্ষোভ ও গেট মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাম শ্রমিক নেতা জিয়াউল আলম। তিনি বলেন, চা

বাগানের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করলেও এখনও ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে অবিলম্বে মজুরি বৃদ্ধি করা দরকার।

পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে বাগানের জমিতে বসবাস করলেও অনেক শ্রমিক এখনও জমির পাট্টা পাননি। দ্রুত তাদের জমির স্বত্ব প্রদান করতে হবে বলেও তিনি দাবি জানান। চা শ্রমিক অস্মিতা কুজুর সহ অন্যান্য শ্রমিকরা বলেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তারা এই চা বাগানে কাজ করছেন ও বসবাস করছেন।তবুও আজও তাদের জীবনে স্থায়িত্ব নেই।অনেকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এতে শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে তারা অভিযোগ করেন।পাশাপাশি দৈনিক মজুরি বাড়ানো এবং বসবাসের জমির পাট্টা দেওয়ার দাবিও তোলেন শ্রমিকরা। এদিনের গেট মিটিংএ শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তাদের মূল শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি দ্রুত না মানা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবেন তারা।

বিশেষদের মূল স্রোতে ফেরানোর উদ্যোগ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সমাজে অবহেলা নয়, মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ উদ্যোগ মুর্শিদাবাদে। অবহেলা কিংবা বঞ্চনা নয়, বিশেষভাবে সক্ষমদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে, দিতে হবে সামাজিক স্বীকৃতি, আইনি অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার। এরই বহিঃপ্রকাশ কীভাবে ঘটেছে সাহিত্যে? সমাজেরই বা ভূমিকা কী? সমাজ এবং সাহিত্যে বিশেষভাবে সক্ষমদের অবস্থান কী? এইসব নিয়েই বহরমপুর গার্লস কলেজে বিশেষ সেমিনার হল।বিশেষভাবে সক্ষমদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং সমাজে তাঁদের অন্তর্ভুক্তির বিষয় নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে বহরমপুর গার্লস কলেজে অনুষ্ঠিত হল একদিনের রাজ্যস্তরের সেমিনার। শীর্ষক এই সেমিনারটির আয়োজন করে বহরমপুর গার্লস কলেজ প্রাক্তনী সমিতি, আইকিউএসি-র নির্দেশনায়।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলাশাসকের দফতরের অতিরিক্ত জেলাশাসক চিরন্তন প্রামাণিক, অনলাইনে ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সবিত্রী নন্দা চক্রবর্তী, বহরমপুর গার্লস কলেজের প্রাক্তনী ও বেহালা কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক স্মৃতি নন্দিনী রায় এবং মুর্শিদাবাদ জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট কল্পতরু ঘোষ।আয়োজকদের দাবি, বিশেষভাবে

সক্ষম ব্যক্তিদের অধিকার, আইনগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সমাজে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে বিশেষভাবে সক্ষমদের পরিবেশ গড়ে তোলার উপরেও জোর দেওয়া হয়।এই সেমিনারে শিক্ষক-শিক্ষিকা, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার মাধ্যমে বিশেষভাবে ব্যক্তিদের অধিকার ও সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি সমাজে তাঁদের মর্যাদা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/9/2026 1:55 PM Page 5

উত্তরবঙ্গের ‘বোরোলি’ মাছ

যে মাছে মজেছিলেন শক্তি চাটুজ্জে থেকে জ্যোতি বসু

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, উত্তরবঙ্গ বলতেই তাঁর ‘বোরোলি’র কথা মনে পড়ে। তিস্তা-তোর্সার মাছের রাজা বোরোলি। এ কথা অনেকেই স্বীকার করবেন যে পাহাড়, জঙ্গল, চা-বাগানের পাশাপাশি ‘তিস্তার ইলিশ’ (অনেকে ভালোবেসে এই নামেও ডাকে)-ও বাঙালিকে হাতছানি দেয়। উত্তরবঙ্গে গেছেন অথচ সুস্বাদু এই মাছের বাহারি পদের স্বাদ আত্মস্থ করেননি, এ বড়ো বিরল ব্যাপার!

ভাপা বোরোলি, বোরোলি সর্ষে, দই বোরোলি, বোরোলি কালিয়া, বোরোলি ঝাল, মুচমুচে বোরোলি ফ্রাই কিংবা নিদেন পক্ষে বোরোলি টক, যেভাবেই রাঁধা করা হোক না কেন, যাঁরা চেখে দেখেছেন, তাঁদের কথায়, অমৃতসম। তিস্তা পাড়ে একাধিক রেস্তরাঁ তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র এই মাছের নানা পদ দিয়ে পর্যটকদের রসনা তৃপ্তির জন্য। পাহাড় ভ্রমণ সেরে অনেকেই মালবাজার কিংবা গজলডোবায় সেসব রেস্তরাঁয় একবার ঢুঁ মেরে যেতে ভোলেন না। ভাজা, চচ্চড়ি, ঝাল কিংবা কালো জিরে ফোড়নে বোরলির পাতলা ঝোল দিয়ে উত্তরবঙ্গের সুগন্ধী চাল তুলাইপাঞ্জির ভাত মানেই জিভে জল।খাঁটি বোরলি ঈষৎ মিষ্টি, মুখে দিলেই গলে যাবে।‘কিছুদূর যেতেই দেখতে পেলাম রাস্তার পাশ দিয়ে ঝোরার জল গড়িয়ে যাচ্ছে ঢালুর দিকে।

আদিবাসী দুই রমণী থালা পেতে বোরলি মাছ ধরছিল। আমাকে বুঝতে না দিয়ে শক্তিদা অনায়াসেই নেমে গেলেন। জলে নেমে চেঁচাতে শুরু করলেন, রণজিৎ কী দেখছো, দেখো কত বোরোলি মাছ। আজ আর যাব না, ওরা বোরোলি মাছের ঝোল খাওয়াবে আমাকে।’ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মনের অভিব্যক্তি তুলে ধরে লিখেছিলেন কবি রণজিৎ দেব। শক্তির আলুথালু কাব্যময়তা বোরোলি-কে পেয়েছিল কিছুক্ষণ। কোচবিহারের মহারানি ইন্দিরা দেবীর এতটাই পছন্দ ছিল যে বম্বে কিংবা কলকাতায় থাকলে বিমানে করে তোর্সার বোরোলি পৌঁছে যেত তাঁর কাছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বোরোলি প্রেম ছিল সর্বজনবিদিত। শোনা যায়, উত্তরবঙ্গে এলেই তাঁর লাঞ্চে, খাবার টেবিলে সাজানো থাকত বোরলির রকমারি পদ। বন দফতরের রাঁধুনি অধীর দাস সামান্য জিরে-আদা বাটা দিয়ে এমন বোরোলি রাঁধতেন, চেটেপুটে খেতেন জ্যোতিবাবু। প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিংবা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের বোরোলিপ্রীতির কথা বিশেষ ভাবে শোনা যায় ইলিশের মতোই নদীর স্রোতের বিপরীতে ঝাঁক বেঁধে চলে বোরলি। মূলত বর্ষার আগেই এপ্রিল-মে মাসে কিংবা বর্ষার পরে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এদের দেখা মেলে। রাত জেগে জেলেরা তিস্তার এই রূপোলি শস্যকে জালবন্দি করেন। সকালের নরম রোদে রূপোলি মাছের ঝিলিকে হাসি ফোটে তিস্তাপাড়ের জেলেদের। জলঢাকা, কালজানি, তিস্তা, তোর্সা - শুধু উত্তরবঙ্গের এই নদীগুলিতেই বোরোলি পাওয়া যায়। জলঢাকা ও তোর্সার বোরলি তুলনামূলক খর্বকায়। তবে স্বাদে গন্ধে তিস্তার বোরোলিই সবার সেরা। তিস্তার স্রোত বেয়ে আসা এই মাছের স্বাদ অন্য কোথাও আর মেলে না। সেজন্য অনেকে একে আদর করে ‘তিস্তার ইলিশ’ নামে ডাকেন। আগে অসমের ধুবুরিতে ব্রহ্মপুত্রেও এক আঙুল সাইজের এই মাছটি পাওয়া যেত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সব নদীতেই বোরোলির সম্ভার কমেছে। ক্রমাগত নদীর জল শুকিয়ে যাওয়া, কীটনাশক প্রয়োগ, জল দূষণ, ব্যাটারির মাধ্যমে বিদ্যুতের শক দিয়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে মাছ ধরার প্রবণতা, বর্ষায় নেট ব্যবহার করে ডিমভর্তি মাছ ধরা ইত্যাদি কারণে আগের মতো আর দেখা পাওয়া যায় না তাদের। চাপলা, নেদস, কাজলি, মৌরালার মতো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে বোরলি। বাজারে দামও বেশ চড়া। যেকারণে অনেক মৎসজীবি এখন পুকুরে বা ভেড়ীতে বোরোলি চাষ করছেন।

শিলিগুড়ির কলেজপাড়ার বাসিন্দা পরিমল বসু। নিজে একজন শিল্পোদ্যোগী। ১৯৯৭ সালে গাজলডোবা তখনও আজকের গাজলডোবা হয়নি। তবে তিস্তার পাশে জঙ্গলের ধারে এই গাজলডোবাকে ঘিরে যে বিরাট পর্যটন শিল্পের বিকাশ হতে পারে, তার ভাবনা একটু একটু করে শুরু হয়েছিল। একদিন ডুয়ার্স ঘুরে গাজলডোবার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন পরিমলবাবু। হঠাৎই তাঁর মাথায় চেপে বসে, এখানকার তিস্তার পাশেই অপরুপ পরিবেশে একটু জমি নিলে কেমন হয়। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। তিনি কিছু জমি কিনে রাখেন। পরবর্তীতে তাঁর মাথায় আসে, উত্তরবঙ্গের হারিয়ে যেতে থাকা সুস্বাদু বোরোলি মাছ নিয়ে একটি রেস্তোরাঁ গড়ে তোলা যায় কিনা। সবকিছু বিচার করে বোরোলি নাম নিয়ে রেস্তোরাঁ তৈরি করেন। পরিমল বসুর কথায়, ‘বোরোলিকে কেন্দ্র করে কিছু তৈরি করা হলে আশপাশের কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হবে, এই ভাবনাটা প্রথম থেকেই কাজ করেছিল। স্থানীয় মৎস্যজীবিদের থেকে মাছ কিনি। এখন আমার রেস্তোরাঁয় চার রকমের পদ তৈরি হচ্ছে বোরোলি মাছের। বোরোলি ফ্রাই বা ভাজা মাছ, কালোজিরা সম্বর দিয়ে বোরোলির ঝোল, সরষে দিয়ে বোরোলি আর বোরোলি ঝাল। রেস্তোরাঁর সামনে আছে একটি বিরাট পুকুর। সেখানেও মাছ চাষ হচ্ছে। আমার কাছে বোরোলি মানে শুধু মাছ নয়। বোরোলি মানে অ্যাম্বিশন, ইনডিপেনডেন্স, স্ট্রেনথ, রিলায়াবিলিটি, ডিটারমিনেশন এবং প্রফেশনালিজম। আবার ইউরোপের পাঁচটি দেশে পদবি হিসাবেও বোরোলি নামটি রয়েছে। সৌঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।